অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে: হানিফ

অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, ‘অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে, আর বিএনপির শত বাধা সত্ত্বেও বিপুল পরিমাণ মানুষ ভোটকেন্দ্রে গিয়েছেন, এর মাধ্যমেই জনগণ প্রমাণ দিয়েছেন তারা উন্নয়ন ও শান্তির পক্ষে।

সোমবার (৮ জানুয়ারি) সকালে কুষ্টিয়া শহরে নিজ বাসভবনে তৃতীয়বারের মতো নির্বাচনে বিজয় লাভ করে নির্বাচন পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি এসব কথা বলেন।

কুষ্টিয়া-২ এ ১৪ দলীয় জোটের প্রার্থী জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু নির্বাচনে পরাজয় বরণের কারণে জোটে কোনো প্রভাব পড়বে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে হানিফ বলেন, জনতার রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাদের রায় মেনে নেওয়া উচিত। এখানে ভোটাররা সিদ্ধান্ত দিয়েছে, অসন্তুষ্ট হওয়াটা যৌক্তিক হবে না। আর এতে জোটে কোনো প্রভাব পড়বে না। জোট আছে, থাকবে। এই ঐক্য অটুট থাকবে।

হানিফ বলেন, বিএনপি এখন সন্ত্রাসী দল। তারা সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদ কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। নতুন সরকারের প্রথম কাজ হবে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ কর্মকাণ্ডকে কঠোরভাবে দমন করা।

নির্বাচন নিয়ে দেশে-বিদেশে অনেক বিভ্রান্ত ছড়িয়ে ছিল বিএনপি, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেটা বলেন, সেটাই করেন। সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সরকার সর্বাত্তক সহযোগিতা করেছে।

হানিফ বলেন এই নির্বাচনের পর এদেশে নির্বাচন নিয়ে আর কোনো নীতিবাচক কথা বলার সুযোগ থাকবে না।

এ সময় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, সিনিয়র সহসভাপতি হাজী রবিউল ইসলামসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
পরে বিপুল ভোটে বিজয়ী লাভ করায় মাহবুব উল আলম হানিফকে জেলা তাতীলীগ এর পক্ষ সভাপতি রুহুল আমিন ফুলেল শুভেচছা জানান।

কুষ্টিয়া-২ ইনুকে হারিয়ে এমপি হলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফীন

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে নৌকার প্রার্থী জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করে নির্বাচিত হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফিন। কামারুল আরেফিন ট্রাক প্রতীক নিয়ে ১ লাখ ১৫ হাজার ৭৯৯ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। আর হাসানুল হক ইনু নৌকা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৯২ হাজার ৪৪৫ ভোট। প্রায় ২৪ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন কামারুল আরেফিন।

জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ পর্যন্ত জাসদ থেকে নির্বাচন করে পরাজিত হলেও ২০০৮ সালে এসে মহাজোট থেকে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে বিজয়ী হন। এরপর ২০১৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও ২০১৮ সালে বিএনপি-জামায়াতকে কোণঠাসা করে জয়ী হন বড় ব্যবধানে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে ইনু ২ লাখ ৮০ হাজার ৬৩৬ ভোট। তবে এবার এসে তার ভোটের সংখ্যা মাত্র ৯২ হাজার। এর আগে ৯১ থেকে ২০০১ পর্যন্ত ভোটের হিসেব করলে দেখা যায় ৩০ হাজারের সামান্য বেশি ভোট পেয়েছিলেন তিনি।

এদিকে গত ১০ বছরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে নানা কারনে দ্বন্দ্ব প্রকট হয় ইনুসহ জাসদের। যার ফলে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এসে আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরোধিতার মুখে পড়েন। ইনুকে চ্যালেঞ্জ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হন মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও সদ্য পদত্যাগী উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন।

কামারুল আরেফিন ৮০’র দশকে ছাত্রলীগের রাজনীতির মাধ্যমে। এরপর যুবলীগের রাজনীতি শুরু করেন। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ছিলেন। পরে হামলা-মামলায় টিকতে না পেরে পালিয়ে যান এলাকা ছেড়ে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর এলাকায় ফিরে আসেন। এরপর ২০১১ সালে সদরপুর ইউনিয়ন থেকে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান

নির্বাচিত হন বিপুল ভোটে। পরে কাউন্সিলে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২০১৪ সালের পর ইউপি চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে উপজেলা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করে বিপুল ভোটে জয়ী হন। এরপর ২০১৮ সালে এসেও একই পদে জয়ী হন তিনি।

আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে মিরপুর ও ভেড়ামারায় তার জনপ্রিয়তা আছে কর্মিদের মাঝে। দেশ সেরা উপজেলা চেয়ারম্যান হয়েছেন কামারুল। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ইনুর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে আলোচনায় আসেন তিনি। নানা প্রতিকুলতার পরও তাকে মাঠ থেকে সরাতে পারেনি ইনু। বিরোধিতার পরও ভোটের মাঠে ম্যাজিক দেখিয়ে ইনুকে ঘায়েল করেছেন জয়ী হয়েছেন।

জয়ী হওয়ার পর দুই উপজেলার হাজার হাজার মানুষ তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাতে আসেন।

জয়ী হয়ে কামারুল আরেফিন বলেন, ‘আমি জনতার নেতা। সব ছেড়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলাম। জনগন ভোট দিয়ে আমার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিয়েছে। আমি শুকরিয়া জানাই আল্লাহর দরবারে। মিরপুর-ভেড়ামারাবাসীর এ দেনা আমি কখনো শোধ করতে পারব না। শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে কাজ করে যাব।’

এদিকে ইনুর পরাজয়ে আওয়ামী লীগের নেতারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

এদিকে ৩৩ বছর পর এমপি পেল মিরপুরবাসী। সর্বশেষ ১৯৯১ সালে বিএনপি থেকে নির্বাচিত হন আব্দুর রউফ চৌধুরী। এরপর ভেড়ামারা থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছে বারবার। তার আগে ১৯৮৬ সালে জামায়াতের আব্দুল ওয়াহেদ এমপি হন প্রথমবারের মতো।

জনগণের রায়ের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল: হানিফ

জনগণের রায়ের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ। তিনি

বলেন, ভোটের যে ফলাফল হবে মেনে নেবে আওয়ামী লীগ। জনগণের রায়ের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল।

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ কেন্দ্রে সকাল সোয়া ৮টায় ভোট দেয়ার পর কুষ্টিয়া-৩ আসনে নৌকার প্রার্থী মাহবুব-উল আলম হানিফ এ কথা বলেন।

স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে হানিফ বলেন, আওয়ামী লীগের প্রতীক নৌকার বিরুদ্ধে অনেকেই এজেন্ট হতে চান না, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা এজেন্ট খুঁজে না পেয়ে সেই দোষ আমাদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করছে।

বিএনপি সম্পর্কে তিনি বলেন, এরা সন্ত্রাসী জঙ্গি দলে পরিণত হয়েছে। তাদের প্রতি জনগণের ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ৪টি সংসদীয় আসনে ৫৭৮টি ভোট কেন্দ্রে সকাল ৮টা থেকে ভোট গ্রহণ চলছে।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ, গ্রহণযোগ্য করতে জেলায় ১২ প্লাটুন সেনা, ৯ প্লাটুন বিজিবি, ৩৩ জন ম্যাজিস্ট্রেট, ৪ জন বিচারক দায়িত্ব পালন করবেন। ৫৭৮টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ২৪৬টি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে ১৪ থেকে ১৮ জন পুলিশ ও আনসার মোতায়েন রয়েছে।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ কান্তি নাথ বলেছেন, পুলিশ-র্যাবের পেট্রোল, মোবাইল, স্ট্রাইকিং ও স্ট্যান্ডবাই ফোর্স কাজ করছে। ৪ দিন ধরে আমদের কেন্দ্রভিত্তিক পেট্রোল চলছে। তিনি আরও বলেন, নিরাপত্তার কোন ঘাটতি নেই।

কুষ্টিয়ায় ৪টি আসনে ভোটগ্রহণ

চলছে

তীব্র শীত উপেক্ষা করে সকাল থেকেই ভোট দিতে দেখা গেছে ভোটারদের। তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভোটারদের উপস্থিতিও বাড়তে শুরু করে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়ার চারটি আসনে ভোটগ্রহণ চলছে।

উত্তাপ আর কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সকাল ৮টায় একযোগে এই ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। বিরতিহীন ভাবে চলবে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত। সবগুলো আসনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থীর পাশাপাশি বিদ্রোহী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়ার ৪টি সংসদীয় আসনে মোট ৫৭৮টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২৪৬টি কেন্দ্রকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জেলার ৫৭৮ ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। চারটি আসনে দুই হেভিওয়েট প্রার্থীসহ মোট ৩১ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নৌকার বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আওয়ামী লীগ এবং দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। এতে নৌকার প্রতীক এবং আওয়ামী লীগের দলের প্রার্থীদের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বলে ধারণা করছেন অনেকে।

নতুন ভোটার মারুফ হোসেন বলেন, জীবনে প্রথমবারের মতো আমি নিজে ভোট প্রদান করলাম। ভোট একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এতোদিনে জেনেছি, এখানে ভোটাররা তাদের নিজের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে গোপন কক্ষে ব্যালটপেপার নিয়ে ভোট দিয়ে থাকে। আজকে আমি নিজে গোপনকক্ষে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিলাম। ইনশাআল্লাহ আমার প্রথমভোট সফল হবে।

কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ তৃতীয়বারের মতো প্রার্থী হয়েছেন। তার সঙ্গে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলীর পুত্র পারভেজ আনোয়ার তনু।

কুষ্টিয়া-২ মিরপুর ভেড়ামারা আসনে জাসদ সভাপতি সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৪ দলের প্রাপ্তি হিসেবে নৌকা প্রতীকে চতুর্থবারের মতো নির্বাচন করছেন। এই আসনে আওয়ামী লীগ নেতা,

মিরপুর উপজেলা চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করে কামারুল আরেফিন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

কুষ্টিয়া-১ দৌলতপুর আসনে নৌকার প্রার্থী বর্তমান বর্তমান সংসদ সদস্য সারোয়ার জাহান বাদশার সঙ্গে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য রেজাল হক চৌধুরী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

আর কুষ্টিয়া -৪ কুমারখালী খোকসা আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য নৌকার প্রার্থী ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলেছেন সাবেক এমপি স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুর রউফ।

কুষ্টিয়ার চারটি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ১৬ লক্ষ ১৪২ হাজার ৯১২ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার সংখ্যা ৮ লক্ষ ২২ হাজার ৫১৬ জন এবং নারী ভোটার সংখ্যা ৮লক্ষ ২১ হাজার ৩৮৮ জন।

এখন পর্যন্ত একটি আসনের কোথাও কোনো ধরনের সহিংসতা বা অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

কুষ্টিয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে ব্রিফিং

অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর কুষ্টিয়ার প্রশাসন আজ শুক্রবার সকালে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্বে করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা ভোট গ্রহণে নিযুক্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, কর্মকর্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে এ বিষয়ে বৈঠকে নির্দেশনা দিয়েছেন। এতে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আবু আনছারসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা জানান, এরইমধ্যে নির্বাচন গ্রহণের সব প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। ঝুঁকি মোকাবেলায় সেনাবাহিনী, বিজিবি, র্যাবসহ সকল বাহিনী প্রস্তুত আছে।

রিটার্নিং কর্মকর্তা আরো বলেন, ব্যালটসহ নির্বাচনি কর্মকর্তা উপজেলা পর্যায়ে পাঠানো হয়েছে। দুর্গম তিনটি ইউনিয়নে ব্যালট নিরাপত্তা দিয়ে আগের দিন পাঠানো হবে। থাকবে ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে। অন্যসব ব্যালট ভোটের দিন সকালে কেন্দ্র কেন্দ্রে পাঠানো হবে।

কুষ্টিয়ার-৪টি আসনে মোট ৫৭৮টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। এরমধ্যে ২৪৬টি কেন্দ্রকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে প্রশাসন।

কুষ্টিয়ায় ট্রেনে কেটে বৃদ্ধার মৃ*ত্যু

কুষ্টিয়া শহরতলীর জগতি ষ্টেশনের অদূরে ট্রেনে কেটে অজ্ঞাত এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে।

আজ বুধবার (৩ জানুয়ারি) সকালে জগতি স্টেশনের কাছাকাছি চেচুয়া নামক স্থানে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ওই বৃদ্ধার আনুমানিক বয়স (৬৫) বছর। বিষয়টি নিশ্চিত করে পোড়াদহ রেলওয়ে থানার (জিআরপি)।

থানার এসআই কায়কোবাদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সকালে রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী মধুমতি আন্তঃনগর ট্রেনটি তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বিকেলের মধ্যে পরিচয় সনাক্ত না হলে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম ট্রাস্টির মাধ্যমে অজ্ঞাত হিসেবে নিহতের লাশ দাফন করা হবে।

কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বই উৎসব অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বছরের প্রথম দিন বই তুলে দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে বিদ্যালয়ে বই উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রোশদা বানুর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন, তাহেরা বেগম, সিনিয়র শিক্ষক নাদিরা খান, জাহাঙ্গীর আলম সাইদুল ইসলাম, রেজাউল করিম, তাকিয়া সুলতানা, নিলীমা বিশ্বাস প্রমুখ। ইংরেজি নতুন বছরের প্রথমদিনে নতুন বই হাতে পেয়ে উচ্ছাসিত শিক্ষার্থীরা। আর নতুন বই হাতে পেয়ে বাঁধভাঙা উচ্ছাসে মেতে উঠেছে শিক্ষার্থীরা।

কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রোশদা বানু বলেন, বছরের প্রথমদিন শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। বিনামূল্যে প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বই পাচ্ছে। এবার বই নিয়ে কোন সংকট নেই। সকল শিক্ষার্থীকেই বই দেওয়া হবে। এরআগে তৃতীয় শ্রেণির লটারী ২২০ জনকে ফুল দিয়ে বরন কর হয়।

নৌকা প্রতীকে ভোট চাইলেন

কুষ্টিয়া জেলা শ্রমিক লীগের নেতৃবৃন্দ

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাহবুবউল আলম হানিফকে নৌকা প্রতীকে ভোট চাইলেন জেলা শ্রমিক লীগের নেতৃবৃন্দ।

আজ সোমবার দিনব্যাপী কুষ্টিয়া কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে মোটর শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে বাস টার্মিনাল ভোট প্রার্থনা করেন। গণসংযোগ ও নির্বাচনী সভায় বক্তব্যে জাতীয় শ্রমিকলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য ও কুষ্টিয়া জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমজাদ আলী খান বলেন, শ্রমিকলীগ শুধু দলের প্রতি নয়, দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ রেখে কাজ করে। সকলে আগামী ৭ জানুয়ারি ভোট কেন্দ্রে যাবেন, এবং উন্নয়নের প্রতীক নৌকা মার্কায় ভোট দিবেন? কারন নৌকা মানেই উন্নয়ন, নৌকা মানেই শান্তি। আপনারা মনে রাখবেন আমাদের এই কুষ্টিয়ার উন্নয়নের রুপকার মাহবুব-উল আলম হানিফ। তাকে নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বিএনপির কাছে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই। তাই তারা ক্ষমতায় আসার জন্য মানুষকে আগুনে পুড়ে মারে। তারা অগ্নিসন্ত্রাস করে, বাসে ট্রাক আগুন দিয়ে েপিুড়য় হত্যা করে। কুষ্টিয়া জেলা শ্রমিক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক বাদশা আলমগীর, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ইলিয়াস হোসেন, জেলা যুব শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব শরিফুল ইসলাম রিপন ও শহর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হোসেন, সদর থানা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ সেলিম উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মামুন রানা, জেলা মটর শ্রমিকলীগ নেতা সিদ্দিকুর রহমান, মো: মানিক মিয়া, মো: আইয়ুব আলী, গণপূর্ত কর্মচারী ইউনিয়ন সিবিএ সাধারণ সম্পাদক সোলায়মান কবিরসহ নেতৃবৃন্দ, জিল্লুর রহমান ও নির্বাহী সদস্য হাবিবুর রহমান, শাহ আলম প্রমুখ। মোটরশ্রমিক লীগসহ গণপূর্ত কর্মচারী ইউনিয়ন, সড়ক জনপদের অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেও কাছেও হানিফ ভাইয়ের পক্ষে নৌকা প্রার্থীর পক্ষে ভোট চান নেতৃবৃন্দ।

কুষ্টিয়ায় ব্যাংক কর্মকর্তা নিখোঁজ

কুষ্টিয়ায় রাজিব আহমেদ (৪০) নামে এক ব্যাংক কর্মকর্তা নিখোঁজের ১০ দিনেও সন্ধান মেলেনি। গত ২২ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কুমারখালী পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের শেরকান্দি এলাকা থেকে তিনি নিখোঁজ হন।

নিখোঁজ রাজিব আহমেদ পূবালী ব্যাংকের কুমারখালী শাখার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। তিনি জেলার ভেড়ামারা উপজেলার বামনপাড়া গ্রামের ইব্রাহিম আলীর ছেলে।

এ ঘটনায় ২২ ডিসেম্বর রাতে কুমারখালী থানায় একটি সাধারণ ডায়রি দায়ের করেন ওই কর্মকর্তার স্ত্রী রায়হানা পারভীন। জিডি নম্বর ৯৫১।

ব্যাংক কর্মকর্তার স্ত্রী রায়হানা বেগম জানান, দুই সন্তান নিয়ে তিনি মাসখানেক ধরে তার বাবার বাড়ি খোকসায় আছেন। তার স্বামী কুমারখালীর শেরকান্দি এলাকায় ভাড়া বাসা থেকে নিয়মিত ব্যাংকে যাওয়া আসা করেন। গত ২১ ডিসেম্বর রাতে তার স্বামী মুঠোফোনে তাকে জানিয়েছিলেন শুক্রবার (২২ ডিসেম্বর) তিনি (রাজিব) গ্রামের বাড়ি ভেড়ামারা যাবেন। এরপর ২২ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তার সঙ্গে কথা বলে গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। কিন্তু বের হওয়ার ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর থেকে স্বামীর ফোন বন্ধ পান তিনি। তিনি আরও জানান, ওই দিন বিকেল থেকেই তিনি তার স্বামীর স্বজন, বন্ধুসহ সকল স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান পাননি। পরে থানায় জিডি করেছেন।

ব্যাংক কর্মকর্তার বড় ভাই সাইদুল ইসলাম সান্টু জানান, নিখোঁজের খবর পেয়ে সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজাখুঁজি করছেন তারা। থানাতেও গিয়েছেন। তবুও ভাইকে পাননি তিনি।

পূবালী ব্যাংক কুমারখালী শাখার ব্যবস্থাপক আব্দুল হামিদ জানান, রাজিব খুব ভদ্র, নম্র ও ভালো মানুষ ছিলেন। অফিসে কারো সঙ্গে কোনো মনোমালিন্য ছিল না। কথা কম বলতেন। গত ২০ ডিসেম্বর শেষ

অফিসে এসেছিলেন রাজিব।

জিডির তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই সাইফুল ইসলাম জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে। এখনই বিস্তারিত বলা যাচ্ছে না।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে অবাধ ও সুষ্ঠভাবে: হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে অবাধ ও সুষ্ঠভাবে, পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিবেন জনগণ। দলের পক্ষে বা সরকারের পক্ষে ভোট চুরি করার কোনো সম্ভাবনা নাই। নির্বাচন হবে নির্বাচন কমিশনারের মাধ্যমে। ভোট চুরির কথা বলে নির্বাচন কমিশনারকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে।

হানিফ বলেন, বিএনপির পায়ের তলায় মাটি নেই। অতীতে ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে সীমাহীন দুর্নীতি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে জনগণের কোন উন্নয়ন করতে পারেনি। তাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড ছিল জনগণ ও দেশ বিরোধী। তাই বিএনপির উপর জনগণের কোনো সমর্থন নেই।

শনিবার (৩১ ডিসেম্বর) সকালে কুষ্টিয়া শহরের নিজ বাসায় দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নির্বাচনী আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, নির্বাচন বানচালের জন্য বিএনপি জামায়াত দীর্ঘদিন ধরে সরকারের পতন ও নির্বাচন বর্জনের জন্য বিভিন্ন সময়ে কর্মসূচি পালন করছে। এতে নির্বাচন বন্ধ হবে না, নির্বাচন যেকোনো মূল্যেই অবাধ, সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে হবে।

তিনি আরো বলেন, বিগত সময়ে আমার উপর ভরসা রেখে আমাকে নির্বাচিত করেছিলেন। কুষ্টিয়াবাসীর যে স্বপ্ন ছিলো সবই বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছি। কুষ্টিয়ার উন্নয়ন অগ্রগতি এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। সন্ত্রাসের জনপদ থেকে শান্তির কুষ্টিয়া গড়ার চেষ্টা

করেছি। আমার মূল লক্ষ্য কুষ্টিয়ার উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। আমি চেয়েছি জনগণ নিরাপদে চলাফেরা করবে। আপনাদের আগামী প্রজন্মের কথা ভেবে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নৌকাকে বিজয়ী করতে কাজ করুন। তাই আগামী দিনে কুষ্টিয়ার আরও উন্নয়ন ও শান্তির জন্য দলমত নির্বিশেষে নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি।

পরে সদর উপজেলার পাটিকাবাড়ী ইউনিয়নের এলাকায় গণসংযোগ, পথসভা ও র্বাচনী সভায় অংশ নেন আওয়ামীলীগের এই নেতা।